নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ২৩৯২/২০০৫

মোঃ বারেক হোসেন

------সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------প্রতিপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট মোঃ জহিরুল আলম

------সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান

------দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ১৬.০৩.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৬.০৪.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ৫৭/১৯৯৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০০৫ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

অত্র আপীলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-

আসামী-আপীলকারী মোঃ বারেক হোসেন চট্টগ্রাম হালিশহর কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদামের ২৪ নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় বিগত ইংরেজী ২৬.০৫.১৯৯৪ তারিখ হতে বিগত ইংরেজী ১৭.০৬.১৯৯৪ তারিখের মধ্যে উক্ত গুদামস্থ মালামালের বাস্তব প্রতিবেদনে গুদামের ৩৮/১০০৫৬৫ নং খামালে ০=৪.২৪৫ মেঃ টন গম, ১৫৪/১০০৭৬৮ নং খামালে ০=১.৩৫৭ মেঃ টন গম, ২২০/১০০৮০০ নং খামালে ০=১.৪১৭ মেঃ টন গম, ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামালে ০=৪০.৩১৭ মেঃ টন গম সর্বমোট ০=৪৭.৩৬৬ মেঃ টন গম ঘাটতি পাওয়া যায় যার মূল্য ৩, ৪৭,৪৪৩/২৪ টাকা। চট্টগ্রাম ডিএবিইআর নং ২২০/৯৪ মুলে ডিএবি পরিদর্শক জনাব দুর্গাদাস রায় প্রাথমিক অনুসন্ধানে অভিযোগ সত্য পেয়ে বাদী হয়ে আসামী-আপীলকারীর বিরুদ্ধে অত্র এজাহার দায়ের করেন। অতঃপর তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত পেয়ে অভিযোগ দাখিলের সুপারিশ করে এবং পরবর্তীতে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে আসামী-আপীলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে। পরবর্তীতে আদালত কর্তৃক আসামী-আপীলকারীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৪০৯ এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায়

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগ গঠন করে আসামী- আপীলকারীকে পড়ে শুনানো হলে আপীলকারী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। আসামী- আপীলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানের নিমিত্তে প্রসিকিউশন পক্ষ ১৫ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করান। সাক্ষ্য সমাপান্তে আসামী- আপীলকারীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আদালত পরীক্ষা করা হলে আসামী-আপীলকারী দোষ স্বীকারে অস্বীকার করে সাফাই সাক্ষ্য দিবেন না মর্মে জানান। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ৫৭/১৯৯৭ (পাহাড়তলী থানার মামলা নং- ২০ তারিখ ২৯.০৯.১৯৯৪, ডি,এ,বি, জি,আর মামলা নং- ৬৯/১৯৯৪ হতে উদ্ভুত)-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০০৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আসামী আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্থ করে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় ০৩ (তিন) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৩,৪৭,৪৪৩.০০ (তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত তেতাল্লিশ) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০১ (এক) বছর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জহিরুল আলম নিবেদন করেন যে, অত্র মোকদ্দমার এজাহার, অভিযোগপত্র, রায় এবং পি,ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্যে মোকদ্দমার ঘটনার সময় ভিন্নতা স্পষ্ট। ফলে মোকদ্দমার ঘটনার সময় ভিন্নতার কারনে অত্র আপীলকারী মোঃ বারেক হোসেন মোকদ্দমার দায় হতে খালাস পেতে হকদার। পরিশেষে তিনি শামসুল হক চৌধুরী বনাম-সরকার[(৩৯ ডিএলআর(১৯৮৭)] পাতা-৩৯৩, মোঃ মজিবুর রহমান বনাম-রাষ্ট [(৮বিএলটি (এডি)] ২০০০ পাতা-১৯১ এবং অপ্রকাশিত মোকদ্দমা ফৌজদারী আপীল নং ২৯৬০/২০০৫-এ প্রদত্ত রায় উপস্থাপন পূর্বক নিবেদন করেন যে, উপরিল্লিখিত রায়ের আলোকে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগ হতে আসামী-আপীলকারী খালাস পেতে হকদার। অপরদিকে ২নং প্রতিপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। ফৌজদারী আপীলের দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জহিরুল আলম এবং ২নং প্রতিপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান বিজ্ঞ বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ৫৭/১৯৯৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০০৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ** *‘‘প্রসিকিউশন পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষেপে এই আসামী মোঃ বারেক হোসেন বিগত ০৩/১০/৯০ খ্রিঃ তারিখ হইতে চট্টগ্রাম শহরস্থ হালিশহর কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদামের ২৪নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় বিগত ২৬/০৫/৯৪ খ্রিঃ হইতে ১৭/৬/৯৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে উক্ত গুদামস্থ মালামালের বাস্তব প্রতিপাদন করা হয়। উক্ত প্রতিপাদনে গুদামের ৩৮/১০০৫৬৫নং খামালে ০=৪.২৪৫ মেঃ টন গম,*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৫৪/১০০৭৬৮ নং খামালে ০=১.৩৫৭ মেঃ টন গম, ২২০/১০০৮৫০ নং খামালে ০=১.৪১৭ মেঃ টন গম, ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামালে ০=৪০.৩১৭ মেঃ টন গম, সর্বমোট ০=৪৭.৩৬৬ মেঃ টন গম, যাহার তৎকালীন সরকারী মূল্য ৩,৪৭, ৪৪৩.২৪ টাকা সীমাতিরিক্ত ঘাটতি পায়। ডিএবি পরিদর্শক জনাব দূর্গা দাস রায় চট্টগ্রাম ডিএবিই, আর নং-২২০/৯৪ মুলে প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে অভিযোগ এর সত্যতা প্রতীয়মান হওয়ায় বাদী হইয়া আসামী মোঃ বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা এজাহার দায়ের করেন। *এজাহারকারী পরিদর্শক দূর্গাদাস রায় মোকদ্দমার তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া ২৫নং গুদাম হইতে খামাল কার্ড, গুদামের বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন, গোডাউন লেজার সহ অন্যান্য কাগজাদি জব্দ করেন। পরবর্তীতে তিনি অন্যত্র বদলী হওয়ায় পরিদর্শক সাইফ মাহমুদ তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ, ঘটনাস্থল পরিদর্শন, রেকর্ডপত্র জব্দ করা সহ তদন্ত সমাপ্ত অন্তে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হইয়াছে উল্লেখে চার্জশীট দাখিলের সুপারিশ ক্রমে সাক্ষ্য স্মারক লিপি দাখিল করেন। পরবর্তীতে সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত হইয়া অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।* *বিগত ০৬/১০/৯৮খ্রিঃ তারিখে প্রকাশ্য আদালতে আসামী মোঃ বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ এবং ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন ক্রমে আসামীকে পড়িয়া শুনানো হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী ক্রমে বিচার প্রার্থনা করেন। আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের নিমিত্তে প্রসিকিউশন পক্ষ মোট ১৪ জন সাক্ষীকে উপস্থিত ক্রমে পরীক্ষা করেন। প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য সমাপ্ত হওয়ার পর আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে পরীক্ষা করা হয়। আসামী দোষ স্বীকারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ক্রমে তৎপক্ষে কোন সাফাই সাক্ষী পরীক্ষা করিবেন না মর্মে আদালতকে অবহিত করেন। তবে কিছু কাগজপত্র দাখিল করেন।* *প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের জেরার ধারা হইতে আসামীপক্ষের বক্তব্য (Defence plea) যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহা হইল আসামীর বিরুদ্ধে আত্মসাতের আনীত অভিযোগটি আদৌ সঠিক নহে। কথিত ঘাটতির যুক্তিসঙ্গত কারন ছিল।* ***<u>বিচার্য বিষয়</u>*** *আসামী মোঃ বারেক হোসেন, হালিশহর, সি.এস, ডির ২৪নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায়*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৩,৪৭,৪৪৩/২৪ টাকা মূল্যের ৪৭.৩৬৬ মেঃ টন চাউল আত্মসাৎক্রমে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা সহ ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধে দোষী কিনা? ***বিচার্য বিষয়ের পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত*** প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী মোঃ বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানে নিমিত্তে মোট ১৫ জন সাক্ষীকে উপস্থিত ক্রমে পরীক্ষা করেন। আবুল হায়াত খান প্রসিকিউশন পক্ষের ১নং সাক্ষী হিসাবে তাহার জবানবন্দিতে বলেন তিনি বিগত ১৯৯৪ সনে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক থাকাকালে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর ১৮.৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে ৭৭ নং স্মারকে তাহাকে আহবায়ক ক্রমে ১১ সদস্যের ১টি টিমকে হালিশহরস্থ সি,এস,ডির ১৭টি খাদ্য গুদামের ফেরিফিকেশনের জন্য নিয়োজিত করে। তিনি সে মোতাবেক জনাব মোঃ বারেক হোসেনের গুদাম ভেরিফিকেশনের জনা জনাব মোঃ আব্দুল মনসুর, থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে নিয়োগ করেন। তিনি ২৬/০৫/৯৪ খ্রিঃ হইতে ১৭/০৬/৯৪ জনাব বারেক হোসেনের গুদাম ভেরিফিকেশনক্রমে রিপোর্ট দাখিল করেন। রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, জনাব মোঃ বারেক হোসেনের ২৪নং গুদাম তদন্তকালে ৯.০৩৮ মেঃ টন গম ঘাটতি পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, হালিশহরের ম্যানেজার কয়েকদিন পূর্বে ঐ গুদাম তদন্তক্রমে ৪০.১৭২ মেঃ টন গম ঘাটতি পান। তিনি উক্ত রিপোর্ট মতে আসামীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ১৫নং গোপনীয় স্মারকে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তাহার দেওয়া ৩০.৬.৯৪ খিঃ তারিখের প্রতিবেদন ২ পাতা প্রদঃ ১। আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, একসংগে ১৭টি গুদামের মালামাল ভেরিফাই করা হয়। ১৭টি মামলা হইয়াছে কিনা জানেন না, তবে প্রত্যেকটির জনা বিভাগীয় মামলা করেন। ১১ জন সদস্যের টিম ভেরিফাই করেন। প্রতি বছর জুন মাসে খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করা হয়। ঘাটতি বিষয়ে সরকারের একটি জি,ও আছে। গুদামের মালের ওজন বিভিন্ন কারনে কমিতে পারে। গুদামের সম্পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ গুদামের ইনচার্জের। ঘাটতির জন্য গোডাউন ইনচার্জ দায়ী। পরিমানের বিষয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করনে নাই। পরিমাপের বিষয় ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না। সত্য নয় সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে চাকুরীর স্বার্থে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। প্রসিকিউশন পক্ষের ২নং সাক্ষী দুর্গাদাস রায় তাহার জবানবন্দিতে বলেন বিগত মে/৯২ হইতে মার্চ/৯৫ পর্যন্ত ডিএবি, চট্টগ্রাম পরিদর্শন ছিলেন। ই,আর নং ২২০/৯৪ তারিখ ১৪.০৭.৯৪ মুলে অনুসন্ধান করেন। উক্ত ই, আর অনুসন্ধান শেষে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আদেশে চট্টগ্রাম হালিশহর সি,এস,ডি এর ২৪নং গুদামে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপ-খাদ্য পরিদর্শক, জনাব মোঃ বারেক হোসেন এর বিরুদ্ধে তাহার গুদামে খামাল নং ৩৮/১০৫৬৫ তে ৪.২৪৫ মেঃ টন গম, খামাল নং ১৫৪/১০০৭৬৮ তে ১.৩৫৭ মেঃ টন গম, খামাল নং ২২/১০০৮৫০ তে ১.৪১৭ মেঃ টন গম এবং ২২৪/১০০৮৫৪নং খামালে ৪০.৩১৭ মেঃ টন গম, মোট ৪টি খামালে ৪৭.৩৬৬ মেঃ টন গম ঘাটতি পাওয়া, যাহার মুল্য ৩,৪৭,৪৪৩/২৪ টাকা। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে ৩.১০.৯০ হইতে দায়িত্ব পালন কালে খাদ্য বিভাগ কর্তৃক গঠিত বাস্তব প্রতিবাদন কমিটি কর্তৃক ২৬.০৪.৯৪ হইতে ১৭.০৬.৯৪ তারিখের মধ্যে প্রতিপাদনে ঘাটতি পাওয়া যায়, যাহা উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আত্মসাৎ করিয়াছেন মর্মে দন্ডবিধির ৪০৯ ও ১৯৪৭ সালের ২নং আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনয়ন করতঃ আলোচ্য মামলা দায়ের করেন। তাহার দায়েরী এজাহার প্রদঃ ২। উহাতে তাহার স্মাক্ষর প্রদঃ ২/১। ৭.০৩.৯৫ খ্রিঃ তারিখে তিনি কতেক কাগজ জব্দ করেন। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদঃ ৩। জব্দ তালিকায় তাহার প্রদত্ত স্মারক প্রদঃ ৩/১। জব্দকৃত কাগজ সব জিম্মাতে দেওয়া আছে। জিম্মানামা প্রদঃ ৪। উহাতে তাহার স্মাক্ষর প্রদঃ ৪/১। *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, কোন কোন তারিখে গম বা চাউল আত্মসাৎ হয় তা বলিতে পারিবেন না। আসামী আত্মসাত করিয়াছে, ঘাটতিই আত্মসাত। বাস্তব প্রতিপাদনের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। সি,এস,ডি গুদাম সুরক্ষিত এলাকা। সংরক্ষিত এলাকায় এক বা একাধিক গেইট থাকা ও উক্ত এলাকায় গোপনে আসা যাওয়ার পথ আছে কিনা জানা নাই। আসামী ম্যানেজারের আদেশ ছাড়া কোন মালামাল পাচার করিয়াছে কিনা জানা নাই। সত্য নয় আসামী কোন চাল গম আত্মসাৎ করে নাই।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৩নং সাক্ষী এ,কে,এম আমিনুল আলম তাহার জবানবন্দিতে বলেন তিনি ১৯৯৩ সন থেকে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত DACO হিসাবে চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়ে পরিদর্শক দুর্গাদাস রায় তাহার নিকট এই মর্মে একটা Information দেন যে, হালিশহনেরর ১৭/১৮টি খাদ্য গুদামে বিপুল পরিমান খাদ্য শস্য আত্মসাৎ করা হইয়াছে। ১৪.৭.৯৪ খ্রিঃ তারিখে তিনি উক্ত সোর্স Information কে ই,আর নং ২২০/৯৪ এর অর্ন্তভুক্ত ক্রমে অনুসন্ধান পুর্বক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পরিদর্শক দুর্গাদাস রায়কে নির্দেশ দেন। দুর্গাদাস রায় অনুসন্ধান শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই মামলা সহ অপরাপর মামলা রুজু হয়। অত্র মামলা তদন্তের জন্য পরিদর্শক দুর্গাদাস*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রায়ের উপর হাওলা করা হয়। *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি নিজে মামলা তদন্ত করেন নাই।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৪নং সাক্ষী মোহাফেজ আলী তাহার জবানবন্দীতে বলেন তিনি ১৯৯৩ সনের ১১ই জানুয়ারী থেকে ৩০ অক্টোবর ১৯৯৫ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়ে হালিশহরস্থ সি,এস,ডির ১৭টি গুদামের মজুদকৃত মালামাল বাস্তব প্রতিপাদনের জন্য তৎকালীন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম জনাব আবুল হায়াত খানের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া দেন। উক্ত কমিটির তদন্তে ঘাটতি ধরা পড়ে। বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তিনি উক্ত রিপোর্ট খাদ্য অধিদপ্তরের মহা পরিচালকের নিকট প্রেরন করেন। অতঃপর বদলী জনিত কারনে অন্যত্র চলিয়া যান।* *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, ম্যানেজার সি,এস,ডি গুদামের মুল নিয়ন্ত্রক। আসামী বারেক ম্যানেজারের অনুমোদন ছাড়া কোন মালামাল আদান প্রদান করেন মর্মে কোন প্রমান তাহার নিকট নাই। মালামাল ঘাটতি হইয়াছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে জানাইয়াছেন। আসামী কর্তৃক মালামাল পাচার করার কোন তথ্য তাহার নিকট নাই। ১৫টি গুদামে খাদ্য ঘাটতি পাওয়া যায়। গুদামজাত মালামাল বিভিন্ন কারনে ওজন হ্রাস পাইতে পারে। সত্য নয় আসামী নির্দোষ।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৫নং সাক্ষী এ,এস,এম শাহজাহান তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ঘটনার সময় হালিশহর সি,এস,ডি তে কর্মরত ছিলেন। গত ৭.৩.৯৫ খ্রিঃ তারিখে অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার সামনে কিছু কাগজপত্র জব্দ করতঃ জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন। উক্ত জব্দ তালিকায় প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৩/২।* *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, কাগজপত্র জব্দ করা ছাড়া অত্র মামলা সম্পর্কে কিছু জানেন না।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৬নং সাক্ষী মোঃ সিরাজ উদ্দোল্লাহ তাহার জবানবন্দিতে বলেন বিগত ১৬.৯.৯৬ খ্রিঃ তারিখে হালিশহরস্থ সি,এস,ডি গুদামে কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখে দুর্নীতি দমন অফিসার তাহার সামনে কিছু কাগজ পত্র জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করেন। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদঃ ৫। উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৫/১।* *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, জব্দ করা ছাড়া তিনি কিছু জানেন না।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৭নং সাক্ষী সামশুল হক তাহার জবানবন্দিতে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বলেন, বিগত ৩.১০.৯৬ খ্রিঃ তারিখে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম এর অফিসে কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখে দুর্নীতি দমন অফিসার কিছু কাগজ পত্র জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করেন। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদঃ ৬। উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৬/১। জিম্মানামা প্রদঃ ৭। স্বাক্ষর প্রদঃ ৭/১। অফিস আদেশ নং ৭৭, তাং ১৮.৫.৯৪ প্রদঃ ৮। *আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, জব্দ করা ছাড়া আর কিছু জানেন না। প্রসিকিউশন পক্ষের ৮নং সাক্ষী আব্দুস ছোবহান তাহার জবানবন্দীতে বলেন, বিগত ০৩.১০.৯৬ খ্রিঃ তারিখ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম অফিসে কর্মরত ছিলেন। ঐ তারিখ দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা তাহার সম্মুখে কিছু কাগজ পত্র জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করেন। জব্দ তালিকায় তাহার প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রঃ- ৬/২।* *আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, জব্দ করার বিষয় ছাড়া আর কিছু জানেন না। প্রসিকিউশন পক্ষে ৯নং সাক্ষী সাইফ মাহমুদ তাহার জবানবন্দিতে বলেন বিগত ০৬.০৪.৯৫ থকে ৯৯ সন পর্যন্ত চট্টগ্রাম ডি এ বিতে পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন। অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিদর্শক দুর্গাদাস রায় বদলী হওয়ার পর গত ০৮.০৪.৯৫ খ্রিঃ তারিখে অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহন করেন। তদন্তকালে আসামীসহ অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে রেকর্ড করেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, তদন্তকালে বিগত ১৯.০৯.৯৫ খ্রিঃ তারিখে জব্দ তালিকা মূলে কাগজপত্র জব্দ করেন। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদঃ- ৯। উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদ- ৮/১। আলামত জিম্মায় দেন। বিগত ১৬.০৯.৯৬ খ্রিঃ তারিখের জব্দ তালিকায় তাহার প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রদঃ ৫/২। বিগত ০৩.১০.৯৬ খ্রিঃ তারিখের জব্দ তালিকায় প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৬/৩। তদন্তে আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় চার্জ দাখিলের সুপারিশ করিয়া বিগত ০৪.১০.৯৫ খ্রিঃ তারিখে মেমো অব এভিডেন্স দাখিল করেন। পরবর্তীতে সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত হইয়া বিগত ২৪.১০.৯৬ খ্রিঃ তারিখে ১৫০নং চার্জশীট দাখিল করেন।* *আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, হালিশহর সি, এস, ডি গুদাম একাধিকবার পরিদর্শন করিয়াছেন। সি, এস, ডি গুদামের সর্বময় দায়িত্বে থাকেন ম্যানেজার। গোডাউন ইনচার্জ বারেক হোসেনের তদারকির দায়িত্বে ছিলেন সহঃ ম্যানেজার ও ম্যানেজার। তাহাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই। তিনি খাদ্য গুদামের মালামাল আদান ও প্রদানের Documents দেখিয়েছেন। ম্যানেজারের নির্দেশে মালামাল আদান প্রদান হয়। ২৪নং গুদামের ডিও এবং ইনভয়েস পরীক্ষা করেন নাই। সি, এস, ডি সংরক্ষিত*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এলাকা। সি, এস, ডি এর প্রধান ফটকে চেকপোষ্ট আছে এবং গুদাম থেকে মাল বাহিরে গেলে গেটে আটোমেটিশ মেশিনে ওজন হয় এবং রেকর্ড থাকে। উক্ত চেক পোষ্টের রেকর্ড যাচাই করেন নাই। সত্য নয় আসামী কোন মালামাল আত্মসাত করেন নাই। *প্রসিকিউশন পক্ষের ১০নং সাক্ষী মনোরঞ্জন পাল তাহার জবানবন্দিতে বলেন, গত ০৭.০৩.৯৫ খ্রিঃ তারিখে হালিশহরস্থ সি, এস, ডিতে কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখে দুর্নীতি দমন অফিসার কিছু কাগজপত্র জব্দক্রমে তাহার জিম্মায় রাখেন। উক্ত জিম্মানামা প্রদঃ ৪। উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪/২। খামাল কার্ড ৪টি প্রদঃ- ১০ সিরিজ। গুদামের লেজারের ফটোকপি প্রদঃ ১১। গুদামের ১৭.০৬.৯৪ খ্রিঃ তারিখের বাস্তব প্রতিবেদন প্রদঃ ১২। ১৬.০৯.৯৬ খ্রিঃ তারিখের জব্দ তালিকার আলামত তাহার জিম্মায় দেওয়া হয়। উক্ত জিম্মানামা ১৩। উহা তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ১৩/১। ১টি টালি খাতা প্রদ- ১৪। ১৯.০৯.৯৫ খ্রিঃ তারিখের জব্দ তালিকার আলামত তাহার জিম্মায় দেওয়া হয়। উক্ত জিম্মানামা প্রদ- ১৫। উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ- ১৫/১। ৮টি টালি খাতা প্রদ- ১৬ সিরিজ বাস্তব প্রতিবেদন রিপোর্ট তাং ১৮.০৫.৯৪ প্রদ- ১৭।* *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি মামলা সংক্রান্তে কিছু জানেন না। প্রসিকিউশন পক্ষের ১১নং সাক্ষী আবুল মনসুর তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ঘটনার সময় চট্টগ্রামের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসে কর্মরত ছিলেন। থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হিসাবে দায়িত্বরত থাকাকালে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে হালিশহরস্থ সি, এস, ডি এর ২৪নং গুদামের মালামালের বাস্তব প্রতিপাদন করেন। উক্ত সময়ে খাদ্য পরিদর্শক প্রনয়ন চাকমা ও গুদাম কর্মকর্তা বারেক হোসেন উপস্থিত ছিলেন। মালামাল ১০০% ওজন করা হয়। পরে ১৭.০৬.৯৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত বাস্তব প্রতিবেদনে প্রদত্ত তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ- ১২/১। তাহারা ৪৭.৩৬৬ মেঃ টন মাত্রাতিরিক্ত খাদ্য ঘাটতি পান।* *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, গুদামে পোকাকামড়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘাটতি হয়। খাদ্য ঘাটতির ব্যাপারে সরকারের ডি/ও আছে। ১০০% বাস্তব প্রতিপাদন করার আগে উক্ত গুদামে আর পরিমাপ করেন নাই। মাপক যন্ত্র সঠিক ছিল। আত্মসাতের সম্পর্কে জানেন না।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ১২নং সাক্ষী আমিনুর রসুল তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি ১৯৯২ সাল হইতে মার্চ ১৯৯৫ পর্যন্ত হালিশহর সি.এস.ডি এর সহকারী ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সহকারী ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নির্ধারিত না থাকায় ব্যবস্থাপকের নির্দেশ*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোতাবেক আর্পিত দায়িত্ব পাল করিতেন। তিনি ব্যবস্থাপকের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করিতেন এবং মাঝে মাঝে সি.এস.ডি গুদাম সমূহ তদারকী করিতেন। ২৪ ও ২৫নং দুগামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ বারেক হোসেনের কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় বিভিন্ন তারিখের পত্রে তাহা ব্যবস্থাপককে অবহিত করেন। *আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, সি. এস. ডি এলাকাটি সংরক্ষিত এলাকা। সি. এস. ডি-তে চেক পোষ্ট আছে। উক্ত চেক পোষ্টে একটি অটোমেটিক ওয়েয়িং মেশিন আছে। তাহার রিপোর্টগুলি অফিসে থাকার কথা। সত্য নহে তাহার কথিত রিপোর্ট প্রদানের উক্তি মিথ্যা।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ১৩নং সাক্ষী আবদুল নবী তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বিগত ০৭.০৩.৯৫ খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রামস্থ হালিশহর সি. এস. ডি যে Sub-Inspector হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ঐ তারিখে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক দুর্গাদাস রায় তৎকালীন হালিশহর সি. এস. ডি এর পরিদর্শক শাহজাহান এর নিকট হইতে কিছু কাগজ পত্র জব্দ তালিকা মূলে জব্দক্রমে এই অফিসের উপ-পরিদর্শক মনোরঞ্জনের নিকট জিম্মা প্রদান করেন। প্রদ- ৩ জব্দ তালিকার সাক্ষীর ২নং ক্রমিকের তাহার স্বাক্ষর প্রদ-৩/৩। ১৬.০৯.৯৬ খ্রিঃ তারিখে দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা হালিশহর সি. এস. ডি এর উপ-পরিদর্শক জনাব মনোরঞ্জন পাল কর্তৃক উপস্থাপিত কিছু কাগজপত্র জব্দ তালিকামূলে জব্দ করেন এবং মনোরঞ্জন পালের নিকট জিম্মা প্রদান করেন। প্রদঃ ৫ জব্দ তালিকায় ২নং ক্রমিকে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৫/৩। জব্দকৃত কাগজাদি আদালতে উপস্থিত করা আছে।* *আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি অত্র মামলা সংক্রান্তে কিছু জানেন না। জব্দকৃত কাগজাদির বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ১৪নং সাক্ষী প্রনয়ন চাকমা তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ১৯৯৪ সাল হইতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকেরা কার্যালয়, চট্টগ্রাম খাদ্য পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন। হালিশহর সি. এস. ডি এর ২৪ ও ২৫নং দুগামে বাস্তব যাচাই এর জন্য যে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়, তিনি ঐ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। ২৬.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখ হইতে ১৭.০৬.৯৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে দুগামদ্বয়ের মালামালের বাস্তব যাচাই করেন। ঐ সময় ২৪ ও ২৫নং দুগামের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন আসামী বারেক হোসেন। তিনিও তাহাদের সহিত বাস্তব যাচাই প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেন। প্রদ- ১২ বাস্তব যাচাই প্রতিবেদনের তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ১২/২। ওজনক্রমে গুদামে যে মালামাল পাওয়া যায়, তাহাই*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তাহারা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। তাহাদের তৈরী প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রামের নিকট দাখিল করেন। *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, মালামাল গ্রহন, মজুদ, বিতরন, ঘাটতি প্রথমে Loading & Unloading Advice পরে খামাল কার্য ও লেজারে রেকর্ড করা হয়। ১৩টি খামালের ওজনের সময় তিনি উপস্থিত ছিরেন। তাহারা বাস্তব যাচাই করাকালে পূর্বের ঘাটতি তাহাদের রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুমোদিত ঘাটতি সম্পর্কে সরকারী সার্কুলার আছে। খামাল কার্ড নং- ১৬৫/১০০৯৬৩ (চাউল) এর বাস্তব যাচাই তাহাদের তদন্তের পূর্বে হইয়াছে। ঐ বাস্তব যাচাই তাহাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন। উহা সত্য নহে , তাহারা সকল খামালের ঘাটতির বাস্তব যাচাই করেন নাই, কি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে রিপোর্ট স্বাক্ষর করেন। তাহারা বাস্তব যাচাইকালে গুদামের Godown Ledger (G. L.) ও খামাল কার্ড দেখিয়াছেন, তবে ঐ সকল কাগজে তাহারা নোট করেন নাই, সাদা কাগজে প্রতিবেদন দিয়াছেন। অন্যান্য গুদাম পরিদর্শনে Shortage পাওয়ার কথা শুনিয়াছেন। ইহা সত্য নহে, তিনি সকল খামালের বাস্তব ওজন না করিয়া মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। ইহা সত্য নহে, কথিত ঘাটতির সংগত কারন ছিল।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ১৫নং সাক্ষী এ, কে, এম, ফজলুর রহমান তাহার জবানবন্দিতে বলেন, বিগত ১৩.০৪.৯৩ খ্রিঃ তারিখ হইতে ২০.০৩.৯৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত হালিশহর সি, এস, ডি এর ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাহার কার্যকালীন ২৪ ও ২৫নং খাদ্য দুগামের দায়িত্বে ছিলেন আসামী মোঃ বারেক হোসেন। ঐ সময় বারেক হোসেনের দায়িত্বাধীন ২৪ ও ২৫নং খাদ্য দুগামে মালামাল ঘাটতি উদঘাটিত হয়। তাহার উপস্থিতিতে বিগত ১৩.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখ হইতে ১৭.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিমাপ করা হয়। ২৪নং দুগামে ৪০.১৭২ মেঃ টন গম এবং ২৫নং গুদামে ৬.২০৬ মেঃ টন গম ঘাটতি পাওয়া যায়। তিনি অন্যত্র বদলী হওয়ার পর একটি কমিটি গঠনক্রমে আরো ভাটতি উদঘাটিত হয়। ২৪নং গুদামে ওজন পরিমাপ, ঘাটতি সম্পর্কেত খামাল কার্ডেও তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে। প্রদঃ- ১০ (২২৪/১০০৮৫৪ নং খামাল কার্ড)-তে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ১০/১।* *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, Shortage ও মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি খাদ্য বিভাগে হয়। বিভাগীয় মামালায় যদি মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতির জন্য বেতন কর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়ো হয়, তবে শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রে বেতন হইতে কর্তন করা হইয়া থাকে। অত্র মোকদ্দমার অনুরুপ ঘাটতির ক্ষেত্রে বেতন*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইতে কর্তন করা হইয়াছে। স্টকে ২% এর অতিরিক্ত ঘাটতরি ক্ষেত্রে অবলোপনের এখতিয়ার মন্ত্রণালয়ের। তিনি ওজনক্রমে বর্নিত ২টি গুদামে ঘাটতি পাইয়াছেন। তবে তাহা চুরির কারনে হইয়াছে কিনা, তাহা বলিতে পারিবেননা। ১৮.১১.৯৩ খ্রিঃ তারিখ ৪৯৯০ (৫০নং স্মারক মুলে) কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক প্রেরনের পত্রটি তাহার। উহা প্রদঃ ১২। সত্য নহে, তাহাকে দেখানো পত্রের মুল কপি সমূহ তাহার বরাবরে প্রেরন করা হইয়াছে। তিনি ২৪ ও ২৫নং গুদামের সবগুলি খামালের মালামাল ওজন ও পরিমাপ করেন নাই। *ইহা হইল আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের নিমিত্তে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য। প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে ৩,৪৭,৪৪৩.২৪ টাকা মুল্যের ৪৭.৩৬৬ মেঃ টন গম আত্মসাতের অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানে সক্ষম হইয়াছে কিনা, তাহা নিরুপন করা যাক।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ১নং সাক্ষী আবুল হায়ত খান জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রামের বিগত ১৮.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখের ৭৭নং স্মারকের নির্দেশ মোতাবেক আসামী বারেক হোসেনের দায়িত্বাধীন ২৪ ও ২৫নং খাদ্য গুদাম ভেরিফিকেশনের জন্য জনাব আবুল মনসুর, থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, (কারিগরি)-কে দায়িত্ব অর্পন করেন। আবুল মনসুরের নেতৃত্বে কমিটি কর্তৃক ২৪নং গুদামের ৪টি খামালের পুনঃওজনের ৪৭.৩৬৬ মেঃ টন গম ঘাটতি পাওয়ার রিপোর্টের প্রেক্ষিতে গুদাম কর্মকর্তা বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে ৩০.০৬.৯৪ খ্রিঃ তারিখে ১৫নং স্মারক মূলে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রদঃ ৬ প্রতিবেদন দাখিল প্রমান করিয়াছেন। ২নং সাক্ষী দুর্গাদাস রায় অত্র মোকদ্দমা সংক্রান্ত ই, আ-২২০/৯৪ এর অনুসন্ধানকারী, এজাহারকারী এবং মোকদ্দমার আংশিক তদন্তকারী কর্মকর্তা। ৩নং সাক্ষী এ, কে, এম, আমিরুল ইসলাম জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় পরিদর্শক দুর্গাদাস রায়ের নিকট হইতে হালিশহর সি, এস, ডির ১৭/১৮টি গুদামের বিপুল পরিমান খাদ্য শস্য আত্মসাতের বিষয় অবহিত হইয়া ই, আর নং- ২২০/৯৪ অন্তর্ভূক্তক্রমে পরিদর্শক দর্গাদাস রায়কে অনুসন্ধান শেষে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান, প্রতিবেদন দাখিলের পর ১৬টি মামলা রুজুসহ পরিদর্শক দুর্গাদাস রায়কে উক্ত মোকদ্দমা সমূহের তদন্তভার অর্পন করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ৪নং সাক্ষী মাফেজ আলী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রখ, চট্টগ্রাম তিনি হালিশহর সি, এস, ডির ১৭টি দুগামের মালামালের বাস্তব যাচাইয়ের নিমিত্তে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন বাবদ বিগত ১৮.০৫.৯৪*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		খ্রিঃ তারিখের ৭৭নং স্মারকের আদেশ প্রদঃ ৫ প্রমান করেন। প্রসিকিউশন পক্ষের ৫নং সাক্ষী এ, এস, এম, শাহজাহান, ৬নং সাক্ষী সিরাজদ্দোল্লা, ৭নং সাক্ষী মোঃ শামসুল হক, ৮নং সাক্ষী মোঃ আবদুস ছোবহান জব্দ তালিকার সাক্ষী। ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং সাক্ষী তাহাদের সম্মুখে দুর্নীতি দমন অফিসার কর্তৃক কিছু কাগজ জব্দকরা, জিম্মা প্রদান করা ও জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করা প্রমান করিয়াছে ৯নং সাক্ষী সাইফ মাহমুদ অত্র মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিদর্শক দুর্গাদাস রায় বদলী জনিত কারনে অন্যত্র যাওয়ার অত্র মোকদ্দমার তদন্তভার গ্রহনক্রমে তদন্ত অন্তে আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হইয়াছে মর্মে অভিযোগপত্র দায়ের করার কথা উল্লেখ করেন। ১০নং সাক্ষী মনোরঞ্জন পাল দূর্নীতি দমন অফিসার কর্তৃক তাহার নিকট হইতে কিছু কাগজ পত্র জব্দক্রমে জিম্মা প্রদান করা, খামাল কার্ড, গুদামের লেজার, বাস্তব প্রতিবেদন, টালি খাতা উপস্তাপনক্রমে প্রদঃ হিসাবে প্রমান করেন। ১১নং সাক্ষী আবুল মনসুর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর নির্দেশে হালিশহর সি, এস, ডি এর ২৪ ও ২৫নং গুদামে খাদ্য শস্যের ১০০% ওজনে মালামালের বাস্তব প্রতিপাদন করা এবং উহাতে বাবু প্রনয়ন চাকমা, খাদ্য পরিদর্শক পাঁচলাইশ কর্তৃক সহযোগিতা করা, প্রতিপাদনকালে ২৪ ও ২৫নং খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসামী বারেক হোসেন ও সহকারী খাদ্য পরিদর্শক শামসুর রহমান উপস্থিত থাকা, ২৪নং গুদামের ৪টি থামালে ৪৭.৩৬৬ মেঃ টর গম ঘাটতি পাওয়া, বারেক হোসেন, মাহফুজুর রহমান, বাবু প্রনয়ন চাকমা ও তাহার স্বাক্ষরে প্রদঃ ৪ রিপোর্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরন করার কথা উল্লেখ করিয়াছে। ১২নং সাক্ষী আমিনুর রসুল হালিশহর সি, এস, ডির সহকারী ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় ২৪ ও ২৫ নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ বারেক হোসেনের কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় বিভিন্ন তারিখের পত্রে ম্যানেজারকে অবহিত করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৩নং সাক্ষী আবদুল নবী জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর, তাহার সম্মুখে প্রদঃ ২ ও ১০ জব্দ তালিকামুলে দুর্নীতি দমন অফিসার কর্তৃক কিছু কাগজপত্র জব্দ করা এবং উক্ত জব্দকৃত কাগজপত্র আদালতে উপস্থাপন করা হইয়াছে মর্মে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিকিউশন পক্ষের ১৪নং সাক্ষী বাবু প্রনয়ন চাকমা হালিশহর সি, এস, ডির ২৪ ও ২৫নং গুদামে বাস্তব প্রতিপাদনের জন্য গঠনকৃত তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির একজন সদস্য হিসাবে ২৬.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখ হইতে ১৭.০৬.৯৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ২৪ ও ২৫নং গুদামের মালামাল বাস্তব প্রতিপাদনক্রমে প্রতিবেদন দাখিল, প্রদঃ ৪ বাস্তব যাচাই প্রতিবেদনে তাহাদের সহিত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বারেক হোসেন কর্তৃক স্বাক্ষর করার কথা উল্লেখ

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করিয়াছেন। প্রসিকউশন পক্ষের ১৫নং সাক্ষী হালিশহর সি, এস, ডির তৎকালীন ম্যানেজার এ, কে, এম, ফজলুর রহমান তাহার উপস্থিতিতে বিগত ১৩.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখ হইতে ১৭.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আসামী বারেক হোসেনের দায়িত্বাধীন ২৪নং গুদামে ৪০.১৭২ মেঃ টন গম এবং ২৫নং গুদামে ৬.২০৬ মেঃ টন চাউল ঘাটতি পাওয়া, পরবর্তীতে কমিটি গঠনক্রমে আরো ঘাটতি উদঘাটিত হওয়া, ২৪নং গুদামের ওজন পরিমাপ, ঘাটতি সম্পর্কেত প্রদঃ ১০ খামাল কার্ডে তাহার স্বাক্ষর প্রমান করেন। *আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কতৃক গঠিত কমিটি বিগত ২৬.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখ হইতে ১৭.০৬.৯৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে হালিশহর সি, এস, ডি এর ২৪নং গুদামের ১১টি খামালে ১০০% ওজনে বাস্তব প্রতিপাদনে ৪টি খামালের প্রতিপাদনে ৩৮/১০০৫৬৫নং খামালে ৪.২৪৫ মেঃ টন সীমাতিরিক্ত ঘাটতি, ১৫৪/১০০৭৬৮ নং খামালে ১.৩৫৭ মেঃ টন সীমাতিরিক্ত ঘাটতি, ২২০/১০০৮৫০ নং খামালে ১.৪১৭ মেঃ টন সীমাতিরিক্ত ঘাটত এবং ২২৪/১০০৮৮৪ নং খামালে .১৪৫ মেঃ টন সহ ১৫.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখের ম্যানেজার হালিশহর সি, এস, ডি কর্তৃক প্রতিপাদনে প্রাপ্ত ৪০.১৭২ মেঃ টন ঘাটতি অর্থাৎ ৪টি খামালে সর্বমোট = ৪৭.৩৬৬ মেঃ টন গম, যাহার তৎকালীন মুল্য মং- ৩,৪৭,৪৪৩/- টাকা ঘাটতি পাওয়া যায়। অপরাপর খামাল সমূহের মধ্যে ০৯/১০০৫২০ নং খামালে ঘাটতির পরিমান ০.৪৫৮ কেজি, ৪৩/১০০৫৭১ নং খামালে ৩২৫ কেজি, ৮৩/১০০৬৪৮ নং খামালে ১৮৭ কেজি, ১৩৮/১০০৭৫২ নং খামালে ১০৯ কেজি, ১৯৩/১০০৮১৫ নং খামালে ৪৯০ কেজি, ২৩৪/১০০৮৬৫ নং খামালে ১৯ কেজি ও ২৫৮/১০০০৯৮২ নং খামালে ২৮৬ কেজি ঘাটতিকে খাদ্য বিভাগের বিধি/বিধান মতে সীমিত ঘাটতি হিসাবে গন্য করা হয়। সীমাতরিক্ত ঘাটতিযুক্ত খামাল সমূহের মধ্যে ২২০/১০০৮৫০ নং খামারে ৭৯.৩০৪ মেঃ টন (৯৭৫ বস্তা), গুদামে প্রাপ্তির তারিখ ০১.০৩.৯৪ খ্রিঃ খামার নং- ১৫৪/১০০৭৬৮ তে ৮১.৪৬৯ মেঃ টন (৯৮৫ বস্তা), প্রাপ্তির তারিখ ১৬.০২.৯৪ খ্রিঃ ও ১৭.০২.৯৪ খ্রিঃ, খামার নং- ৩৮/১০০৫৬৫ তে ৮৭.৯৩১ মেঃ টন (১১১৫ বস্তা), প্রাপ্তির তারিখ ০৫.০১.৯৪ খ্রিঃ, খামাল নম্বর ২৫৪/১০০৮৫৪ তে ১১৮.৫১৯ মেঃ টন (১৪৫৫ বস্তা), প্রাপ্তির তারিখ ০১.০৩.৯৪ খ্রিঃ। বিগত ১৫.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামালে ১০০% ওজনে হালিশহর সি, এস, ডির ম্যানেজার কর্তৃক বাস্তব প্রতিপাদনে প্রাপ্ত মজুদের পরিমান ৭৮.৩৪৭ মেঃ টন (৯৬০ বস্তা) অর্থাৎ ২৪নং দুগামের ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামালে ঘাটতির পরিমান ৪০.১৭২ মেঃ টন। প্রদঃ ১০ সিরিজ খামাল কার্ড দৃষ্টে দেখা যায় বর্নিত ঘাটতি ছাড়াও*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৪৯৫টি ব্যবহারযোগ্য খালি বস্তা পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় কমিটি কর্তৃক বাস্তব প্রতিপাদনের পরমজুদ অবস্থা দাড়ায় বস্তা ৯৬০=৭৮.৩৪৭ মেঃ টন, ঘাটতি ১৪৫ কেজি, অর্থাৎ মজুদ বস্তা ৯৬০= ৭৮.২০২ মেঃ টন। ২৪নং গুদামের ১১টি খামালে সর্বাধিক ঘাটতি ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামালে। এই খামালে ১১৮.৫১৯ মেঃ টন (১৪৫৫ বস্তা) গম গুদামে প্রাপ্তির তারিখ ০১.০৩.৯৪ খ্রিঃ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখ ১০০% ওজনে বাস্তব প্রতিপাদনের তারিখ পর্যন্ত দিন সংখ্যা ৭৬। ২৪নং গুদামে ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামালের ১০০% ওজনে হালিশহর সি, এস, ডির ম্যানেজার কর্তৃক বাস্তব প্রতিপাদন করা হয়। বক্রী ১০টি খামালে কমিটি কর্তৃক বাস্তব প্রতিপালন করা হয়। *ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে পরীক্ষাকালে আসামীপক্ষ হইতে ম্যানেজার, হালিশহর সি, এস, ডি বরাবরে আসামীর দায়িত্বাধীন গুদামের বিভিন্ন খামালে পোকাক্রান্ত হওয়ায় প্রতিকারের জন্য আসামী বারেক হোসেন কর্তৃক প্রেরিত একাধিক পত্রের ফটোকপি দাখিল করা হয়। উল্লেখিত পত্রের মধ্যে কতিপয় পত্রের মুলকপি আসামী পক্ষের প্রার্থনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদালতে উপস্থাপন করা হইয়াছে। হালিশহর সি, এস, ডির ম্যানেজার বরাবরে আসামী বারেক হোসেন কর্তৃক প্রেরিত কথিত ১৫টি পত্রের মধ্যে ২টি পত্র ১৯৯৪ সনের অর্থাৎ ২৩.০১.৯৪ খ্রিঃ ও ০৫.০৪.৯৪ খ্রিঃ তারিখের। বাস্তব প্রতিপাদনকারী দলের দলনেতাসহ অন্যান্য স্বাক্ষীদের আসামীপক্ষ হইতে বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ ভাবে জেরা করা হইলেও কমিটির ওজনের সঠিকতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয় নাই। অনুরুপ ১৫নং সাক্ষী হালিশহর সি, এস, ডির ম্যানেজার জনাব এ, কে, এম, ফজলুর রহমান কর্তৃক ২৪নং গুদামের ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামালে বিগত ১৫.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে ১০০% ওজনে বাস্তব প্রতিপাদনে ৪০.১৭২ মেঃ টর গম ঘাটতি পাওয়াসহ ৪৯৫টি ব্যবহারযোগ্য খালি বস্তা পাওয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন Denial না দেওয়ায় ঘাটতি বিষয়ে আসামীপক্ষ কর্তৃক অস্বীকার না করা প্রতীয়মান হয়। কমিটির সদস্যগন প্রতিপাদন কালে আসামী মোঃ বারেক হোসেন উপস্থিত থাকাসহ প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে আসামী পক্ষের বক্তব্য যাহা প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের জেরা হইতে আসিয়াছে, তাহা হইল, পোকাক্রান্ত হওয়াসহ প্রাকৃতিক কারনে উল্লেখিত খামাল মূহে ঘাটতি হইয়াছে। আসামীর কথিত আত্মসাতের কারনে উক্ত ঘাটতি হয় নাই। খাদ্য বিভাগে সীমিত বা সীমাতিরিক্ত ঘাটতি অভাবনীয় নহে, বরং উহা সচরাচর হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় আসামী পক্ষের ঘাটতি সম্পর্কে উল্লেখিত দাবীর*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যথাযর্থাতা পর্যালোচনা করা যাক। *২৪নং গুদামের ১১টি খামালের মধ্যে ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামালের সর্বাধিক ঘাটতি পাওয়া যায়। উক্ত খামালে ১১৮.৫১৯ মেঃ টন গম (১৪৫৫ বস্তা) প্রাপ্তির তারিখ ০১.০৩.৯৪ খ্রিঃ। ১৫.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে হালিশহর সি, এস, ডির ম্যানেজার কর্তৃক ১০০% ওজনে বাস্তব প্রতিপাদনে ৭৮.৪৭ মেঃ টন (৯৬০ বস্তা) গম পাওয়া যায়। ঘাটতি ৪০.১৭২ মেঃ টন ও ব্যবহারযোগ্য খালি বস্তা পাওয়া যায় ৪৯৫টি। কমিটির বাস্তব প্রতিপাদনের পর মজুদ দাড়ায় ৯৬০ বস্তা ৭৮.২০২ মেঃ টন গম। প্রদঃ ১০ সিরিজ খামাল কার্ড পর্যালোচনায় দেখা যায়, ০৪.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখ LUA নং ১০১৬৫৩০ মূলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গুইমারা খাদ্য গুদামে ৫০৬৬ মেঃ টন (৫০ বস্তা), একই তারিখে LUA নং ১০১৬৫৪৬ মুলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গুইমারা বরাবরে ১০ মেঃ টন (১২৪ বস্তা), একই তারিখ LUA নং ১০১৬৫৫২ মুলে খাগড়াছড়িতে ১০ মেঃ টন (১২৪ বস্তা), একই তারিখে খাগড়াছড়িতে LUA নং ১০১৬৫০৩ মুলে ১০ মেঃ টন (১২২ বস্তা) এবং একই তারিখে খাগড়াছড়িতে LUA নং ১০৯১৬৪৯৩ মুলে ১০ মেঃ টন (১২১ বস্তা), একই তারিখে দীঘিনালায় LUA নং ১০১৬৪৭১ মুলে ১০ মেঃ টন (১২২ বস্তা) বিতরন করা হয়। অর্থাৎ ০৪.০৭.৯৪ খ্রিঃ তারিখে বিতরনকৃত মোট গমের পরিমান দাড়ায় ৫৫০৬৬ মেঃ টন (৬৬২ বস্তা), সমাপ্তি সজুদ ২৩১.১৩৬ মেঃ টন (২৯৮ বস্তা)। বিগত ০৫.০৭.৯৪ খ্রিঃ তারিখে LUA নং ১০১৬৫৯৩ মুলে রামগড়ে ১০ মেঃ টন (১২৪ বস্তা), একই তারিখে LUA নং ১০১৬৬১ মুলে খাগড়াছড়িতে ১০ মেঃ টন (১৩২ বস্তা) এবং একই তারিখে দীঘিনালাতে LUA নং ১০১৬৬২০ মুলে ৩.১৩৬ মেঃ টন (৪২ বস্তা)। ০৫.০৭.৯৪ খ্রিঃ তারিখে মোট বিতরনের পরিমান ২৩.১৩৬ মেঃ টন (২৯৮ বস্তা)। অর্থাৎ ০৪.০৭.৯৪ খ্রিঃ তারিখ এবং ০৫.০৭.৯৪ খ্রিঃ তারিখে মোট বিতরন হয় ৭৮.২০২ মেঃ টন গম (৯৬০ বস্তা)। ১৫.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে হালিশহর সি, এস, ডির ম্যানেজার কর্তৃক ১০০% ওজনে বাস্তব প্রতিপাদনের তারিখ হইতে বিতরনের তারিখ পর্যন্ত সময় দাড়ায় ৫১ দিন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামালে ০১.০৩.৯৪ খ্রিঃ তারিখে ১১৮.৫১৯ মেঃ টন (১৪৫৬ বস্তা) গ্রহনের তারিখ হইতে ১৫.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে ১০০% ওজনে বাস্তব প্রতিপাদন কাল পর্যন্ত দিন সংখ্যা হয় ৭৬। এমতাবস্থায় লক্ষনীয় যে, ০১.০৩.৯৪ তারিখে ১১৮.৫১৯ মেঃ টন গম প্রাপ্তির ৭৬ দিন পর ১৫.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে ম্যানেজার কর্তৃক ১০০% ওজনে বাস্তব প্রতিপাদনে ঘাটতি দাড়ায় ৪০.১৭২ মেঃ টন পক্ষান্তরে প্রদঃ ১০ সিরিজ খামাল কার্ড দৃষ্টে দেখা যায়*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রতিপাদনে কথিত ১৫.০৫.৯৪ খ্রিঃ হইতে বিতরনের তারিখ অর্থাৎ ০৪.০৭.৯৪ খ্রিঃ ও ০৫.০৭.৯৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত দিন সংখ্যা ৫১ বা ৫২ দিন হইলেও কোন গম ঘাটতি হওয়া উল্লেখ নাই। ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামাল কার্ডসহ অন্যান্য খামাল কার্ডসমূহে প্রাপ্তি ও বিতরনের পর আসামী বারেক হোসেন কর্তৃক খামালের সংশ্লিষ্ট কলামে অনুস্বাক্ষর করা অস্বীকার বা কোন চ্যালেঞ্জ করা হয় নাই। ইহাতে বিতরনের বিবরণ যে সটিক এতদবিষয়ে আসামী পক্ষের কোন আপত্তি না থাকা হইতে প্রতীয়মান হয়। তর্কচ্ছলে যদি ধরা হয় ০১.০৩.৯৪ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্ত ১১৮.৫১৯ মেঃ টন গম (১৪৫৬ বস্তা) ঢেকায় আক্রান্ত বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারনে ৭৬ দিনে ৪০.১৭২ মেঃ টন ঘাটতি হইয়াছে, তাহা হইলে ১৫.০৫/৯৪ খ্রিঃ তারিখে বাস্তব প্রতিপাদনের ৫১ দিন পর ০৪.০৭.৯৪ ও ০৫.০৭.৯৪ খ্রিঃ তারিখে বিতরন কালে অধিক হারে না হইলেও অন্ততঃ সমহারে ঘাটতি হওয়ার কথা। অথচ প্রদ- ১০ সিরিজ খামাল কার্ড (২২৪/১০০৮৫৪) দৃষ্টে দেখা যায় ১৫.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখ হইতে ০৫.০৭.৯৪ খ্রিঃ তারিখে বিতরন সময় পর্যন্ত কোন ঘাটতি হয় নাই। পোকায় আক্রান্ত হওয়ার কারনে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারনে গুদামস্থ গমের ওজন কমিলে প্রতি বস্তায় ওজন কমার কাথা। পোকায় আক্রান্ত হওয়ায় এক বস্তার গম অন্য বস্তায় পাল্টানো হইয়াছে মর্মে খামাল কার্ডে বলা হয় নই এবং আসামীপক্ষ হইতে দাবী করা হয় নাই। এমতাবস্থায় গননাকৃত বস্তাসমূহে ওজন সঠিক পাওয়া গেলে ৪৯৫টি ব্যবহার যোগ্য খালি বস্তা পাওয়া যায় কিভাবে? প্রতি বস্তার ধারন ক্ষমতা হিসাবে কলি, ঘাটতি গমের পরিমানের সহিত কথিত ব্যবহারযোগ্য খালি পাওয়া ৪৯৫ টি বস্তার সাজুয্য পাওয়া যায়। গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাপ্ত মালামাল ওজন ক্রমে গ্রহন ও বিতরনকালে ওজনক্রমে বিতরন করায় এবং ওজন বিষয়ে যথাযথ রেজিষ্ট্রারে তাহা লিপিবদ্ধ করনের সুনির্দিষ্ট বিধান থাকায় দায়িত্বাধীন গুদামের মালামালের বিষয় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এককভাবে দোয়ী। ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামালে মোট মুজদ গমের $\frac{১}{৩}$ এর অধিক ৪০ মেঃ টন গম ঘাটতিকে কোনক্রমে খাদ্য বিভাগের সাধারন ঘাটতির আওতায় পড়েনা। ২৫নং গুদামে ৪টি খামারে ৪৭.৩৬৬ মেঃ টন গম ঘাটতি আত্মসাত এর কারনে হইয়াছে এটা দিবালোকের মত পরিস্কার। কথিত অন্য কোন কারনে ঘাটতি হওয়া সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষন করার সুযোগ নাই। *গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত অবহেলার কারনে গুদামস্থ মালামালের ক্ষতি হইলে বা ওজনে কমিয়া গেলে সেক্ষেত্রে বিভাগীয় মামলা*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রুজুক্রমে ক্ষতিপুরন আদায়ের প্রশ্ন আসে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অত্র মোকদ্দমায় ৪টি খামালে ৪৭.৩৬৬ মেঃ টনের মত বিশাল পরিমান গম ঘাটতি পাওয়া যায়, তাহাকে আত্মসাত ব্যতিত আর কোন অভিধায় অববিহিত করা যায় না। আসামী পক্ষ হইতে প্রতিপাদনকারী টিমের সদস্যদেরকে পরিমাপকালে ডাষ্ট পাওয়ার কোন সাজেশন না দেওয়ায় পোকাক্রান্ত হওয়ার কারনে ওজন কমার আসামীপক্ষের দাবী রক্ষনীয় নহে। ০১.০৩.৯৪ তারিখে ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামালে প্রাপ্ত ১১৮.৫১৯ মেঃ টন গম (১৪৫৬ বস্তা) এর $\frac{১}{৩}$ এর অধিক পরিমান গম পোকাক্রান্ত প্রাকৃতিক কারনে ঘাটতি হওয়া সম্পর্কে আসামীপক্ষের বক্তব্য আদৌ গ্রহনযোগ্য নহে। ০৪.০৭.৯৪ খ্রিঃ ও ০৫.০৭.৯৪ খ্রিঃ তারিখে বিতরনকালে কোন ঘাটতি না পাওয়ায় এবং বাস্তব প্রতিপাদন কালে ৪৯৫ টি ব্যবহার যোগ্য খালি বাস্তা প্রাপ্তি হইতে বিপুল পরিমান গম আত্মসাত এর অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়। ১৫নং সাক্ষী কর্তৃক ১০০% ওজনে বাস্তব প্রতিপাদনের ৫১ দিন পর বিতরন করাকালীন উক্ত সময়ের কোন ঘাটতি না হওয়ায় ০১.০৩.৯৪ খ্রিঃ তারিখ হইতে ১৫.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৭৬ দিনে পোকাক্রান্ত/প্রাকৃতিক কারনে ৪০.১৭২ মেঃ টন ঘাটতি হওয়া সম্পর্কে আসামীপক্ষের বক্তব্যে একান্তই অযৌক্তিক ও আদৌ বাস্তব সম্মত নহে। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমানগম আত্মসাতের আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হইয়াছে। *যুক্তিতর্ক শুনানীকালে প্রসিকিউশন পক্ষের বিজ্ঞ বিশেষ পি, পি, উল্লেখ করেন আসামী মোঃ বারেক হোসেনের সার্ভিস বহি দৃষ্টে দেখা যায়, তিনি সিলেটে কর্মরত থাকাকালে আত্মসাতের অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু এবং অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ২৯,২২৯.০০ টাকা তাহার বেতন হইতে কর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইহাতে আসামী যে অত্র ঘটনার পূর্ব হইতে আত্মসাতের সহিত জড়িত তাহা প্রতীয়মান হয়। রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ বিশেষ পি, পির উক্ত বক্তব্যে প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে তলবকৃত আসামীর সার্ভিস বহি পর্যালোচনায় সমর্থিত হয় এবং আসামী পক্ষ হইতেও তাহা অস্বীকার করা হয় নাই।* *যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী ২৪নং গুদামের ৪টি খামালে ৪৭.৩৬৬ মেঃ টন গম ঘাটতি স্বীকার পূর্বক বলেন, খাদ্য বিভাগে ঘাটতি একটি অনুমোদিত বা স্বীকৃত রেওয়াজ। খাদ্য বিভাগে এইরূপ ঘাটতির ক্ষেত্রে কর্মচারী/কর্মকর্তার বেতন হইতে কর্তনক্রমে ক্ষতিপূরনের বিধান রহিয়াছে। ঘাটতি হইলেই যে উহা আত্মসাৎ নহে তৎ*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সমর্থনে Pakistan Criminal Law Journal, 1968 এর ৩৫৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ বনাম রাষ্ট্র মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত উল্লেখ পূর্বক বলেন, উক্ত মোকদ্দমার ঘটনার সহিত অত্র মোকদ্দমার ঘটনার যথেষ্ট সাজুয্য বিদ্যমান । উল্লেখিত মোকদ্দমাটি খাদ্য বিভাগের ঘাটতি সম্পর্কিত। উক্ত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হইয়াছে, গুদামে মজুদ মালামালের ঘাটতির কারণ ও গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারায় বর্ণিত আত্মসাৎ কিংবা ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় Criminal Misconduct এর অপরাধ রক্ষনীয় নহে, বরং এইরূপ ঘাটতির ক্ষেত্রে খাদ্য বিভাগের রীতি মোতাবেক বিভাগীয় মোকদ্দমার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায়ই যথাযথ মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলির বর্ণিত নজিরটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্ণিত মোকদ্দমায় দীর্ঘ ০১ বছরের অধিক কাল গম গুদামে মজুদ রাখার পর বিতরন কালে একটি সেলে ১৫২ মন ১৭ সের ঘাটতি উদঘাটিত হয়। আর কথিত ঘাটতিটি স্বয়ং আপীল্যান্ট-আসামী কর্তৃক উদঘাটিত হয়। উক্ত মোকদ্দমায় ঘাটতি সম্পর্কে আপীল্যান্ট-আসামী কর্তৃক সরকারী প্রয়োজনে কর্মস্থলের বাহিরে থাকা এবং উক্ত অনুপস্থিতিকালীন সময়ে অন্য কাহারো দ্বারা গম চুরি হওয়া সম্ভাবনা, বিধি মোতাবেক স্টক সিল না করা, খাদ্য বিভাগ হইতে তালা সরবরাহ না করায় খাদ্য শস্যের গুদামের সেলে তালা বন্ধের ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আসামী কর্তৃক প্রথম হইতে কথিত ঘাটতি শস্যের জিম্মাদার হিসাবে তাহার উপর অর্পিত দায় দায়িত্বের দ্বিধাহীন স্বীকৃতি আসামী কর্তৃক সহ স্বয়ং ঘাটতি উদঘাটনের বিষয়টি বিজ্ঞ আদালত বিবেচনা করিয়াছে এবং উক্ত মোকদ্দমার সার্বিক দিক পর্যালোচনায় আসামী কর্তৃক আত্মাসাত নহে বরং আসামীর Lack of proper control / supervision এর জন্য কথিত ঘাটতিটি সংঘটিত হওয়া প্রতীয়মান হওয়ায় আপীল্যান্ট-আসামীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহনই যথাযথ হইবে মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ণিত মোকদ্দমার প্রেক্ষাপটে সহিত অত্র মোকদ্দমার সার্বিক প্রেক্ষাপটের কোন সাজুয্য নাই। গুদামজাত করনের সময়ের পার্থক্য ছাড়াও বর্ণিত মোকদ্দমার আত্মসাতকৃত গমের পরিমানের সহিত অত্র মোকদ্দমার আত্মসাতকৃত গমের পরিমানের বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। গুদামজাত করণের মাত্র ২$\frac{১}{২}$ মাসের মধ্যে ৪টি খামালে ৪৭.৩৬৬ মেঃ টন গম ঘাটতি হওয়া এবং উহা যে পোকাক্রান্ত/প্রাকৃতিক কারনে হয় নাই, তাহা ২২৪/১০০৮৫৪ নং খামালের গম ০৪.০৭.৯৪ ও ০৫.০৭.৯৪ খ্রিঃ তারিখে বিতরন কালে কোন প্রকার

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ঘাটতি না হওয়া হইতে প্রমাণিত হয়। ৩,৪৭,৪৪৩.২৪ টাকা মূল্যের ৪৭.৩৬৬ মেঃ টন গম ঘাটতি কোনক্রমে খাদ্য বিভাগের স্বাভাবিক ক্ষতিপূরন আদায়ের আওতায় আসে না। ইহা সুস্পষ্টরূপে আত্মসাত। প্রকৃত পক্ষে পোকাক্রান্ত বা প্রাকৃতিক কারণে যদি কথিত ঘাটতি হত, তাহা হইলে পরবর্তীতে মজুদ মালামালের বিতরন কালে ঘাটতির ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হইত।

এমতাবস্থায় সার্বিক সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী মোঃ বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে হালিশহরস্থ সি, এস, ডির ২৪ নং খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে ৪টি খামালে ৩,৪৭,৪৪৩.২৪ টাকা মূল্যের ৪৭,৩৬৬ মেঃ টন গম আত্মসাত বাবদ দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণে সক্ষম হইয়াছে। আসামী তৎ বাবদ শাস্তি লাভে বাধ্য।

অতএব, হুকুম হইল,

আসামী মোঃ রারেক হোসেনকে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারায় ০৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ৩,৪৭,৪৪৩.০০ টাকা জরিমানার দন্ডের দন্ডিত করা হইল। জরিমানা অনাদায়ে আসামী আরো ০১(এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করিবে। আসামীর বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তৎ বাবদ পৃথক শাস্তি প্রদান করা হইল না।

আমার জবানীতে টাইপকৃত ও শুদ্ধিকৃত।

স্বা/-অপাঠ্য
০৮.০৫.২০০৫
মোঃ হাবিবুর রহমান
বিভাগীয় স্পেশাল জজ,
চট্টগ্রাম।

স্বা/-অপাঠ্য
০৮.০৫.২০০৫
মোঃ হাবিবুর রহমান
বিভাগীয় স্পেশাল জজ,
চট্টগ্রাম।

নথী ও সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী ২৫নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকাবস্থায় ১৬৫/১০০৯৬৩ নং খামালে বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.১৯৯৪ তারিখে ২৫৭ বস্তায় ১৯,১০১ মেঃ টন চাউল এবং বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.১৯৯৪ তারিখে ২৫৬ বস্তায় ১৮,৮৯০ মেঃ টন চাউল মোট ৫১৩ বস্তায় ৩৭,৯৯১ মেঃ টন চাউল গ্রহন করেন। কিন্তু বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.১৯৯৪ তারিখে উক্ত গুদামের ম্যানেজার এ,কে,এম ফজলুর রহমান (রাষ্ট্রপক্ষের ১৪নং সাক্ষী) অত্র আসামীর উপস্থিতিতে উক্ত ২৫নং গুদামে রক্ষিত চাউল পরিমাণ করে উক্ত গুদামে মোট ৬,২০৬

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মেঃ টন চাউল ঘাটতি পান। উক্ত ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে কমিটি গঠন করে সরেজমিনে পুনরায় পরিমাপ করে কমিটি ঘাটতি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে বর্তমান মামলাটি রুজু করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষের ৪নং সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন যে, মামলার সময় থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (টেকনিক্যাল) হিসাবে চট্টগ্রাম জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসে কর্মরত থাকাকালীন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নির্দেশে হালিশহর সি,এস ডি ২৪/২৫ নং গুদামে খাদ্য শস্যের ১০০% ওজনে মালামালের বাস্তব প্রতিপাদন করেন। বাস্তব প্রতিপাদনের সময় তাকে সহযোগীতা করেন বাবু প্রনয়ন চাকমা, খাদ্য পরিদর্শক, পাঁচলাইশ। প্রতিবেদনকালে ২৪/২৫নং খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা বারেক হোসেন ও শামসুর রহমান সহকারী খাদ্য পরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন। প্রতিপাদনে গুদামে যে সব মালামাল পাওয়া যায় তা ১০০% ওজন করা হয়। ওজন কালে যে সমস্ত ঘাটতি পাওয়া এবং মালামাল পাওয়া যায় তা গুদাম কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তার স্বাক্ষরে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করা হয়। ২৫নং গুদাম এর ১৬৫ নং খামালে চাউল (আমন সিদ্ধ) ঘাটতির পরিমান ৬ টন ২০৬ কেজি। বারেক হোসেন, মাহফুজুর রহমান, বাবু প্রনয়ন চাকমা এবং তার স্বাক্ষরে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। তিনি উক্ত রিপোর্ট প্রদঃ ৪ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং উক্ত রিপোর্টে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪/১ হিসেবে চিহ্নিত করেন। রাষ্ট্রপক্ষের ১৪নং সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন যে, বিগত ইংরেজী ১৩.০৪.১৯৯৩ তারিখ হতে ২০.০৬.১৯৯৪ তারিখ পর্যন্ত হালিশহর সি,এস,ডি এর ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার কার্যকালীন ২৪ ও ২৫ নং গুদামের দায়িত্বে ছিলেন আসামী মোঃ বারেক হোসেন। ঐ সময় বারেক হোসেনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ২৪ ও ২৫ নং খাদ্য গুদামে মালামাল ঘাটতি উদঘাটিত হয়। তার উপস্থিতিতে বিগত ইংরেজী ১৩.০৫.১৯৯৪ তারিখ হতে বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.১৯৯৪ তারিখের মধ্যে পরিমাপ করা হয়। ২৪ নং গুদামে ৪০.১৭২ মেঃ টন গম এবং ২৫নং গুদামে ৬.২০৬ মেঃ টন চাল ঘাটতি পাওয়া যায়। তিনি অন্যত্র বদলী হওয়ার পর একটি কমিটি গঠন করা হয়। আরো ঘাটতি উদঘাটিত হয়। ২৫নং গুদামে ওজন পরিমাপ, ঘাটতি সম্পর্কিত খামাল কার্ডে তার স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি ১৬৫/১০০৯৬৩ নং খামাল কার্ড প্রদঃ ৩ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ৩/১ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপরোক্ত সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, অত্র আপীলকারী ২৫নং গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকাকালে তার জিম্মায় থাকা ১৬৫/১০০৯৬৩ নং খামালে ৬.২০৬ মেঃ টন চাউল কম পাওয়া যায়। এই সাক্ষীদ্বয় দালিলিক সাক্ষ্য আদালতে দাখিল করেন। রাষ্ট্রপক্ষের অন্যান্য সাক্ষীগণ উক্ত সাক্ষীদ্বয়ের বক্তব্য সমর্থন করেন। **সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ্ বনাম রাষ্ট্র মামলার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত মামলায় আসামী নিজেই উক্ত ঘটনাটি উদঘাটন করেন এবং শস্যের ঘাটতির বিষয়ে জিম্মাদার হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব দ্বিধাহীন স্বীকৃতি আসামীর সৎ মানসিকতার পরিচয় বহন করে বিধায় তার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় এবং ফৌজদারী অপরাধের দায় হতে তাকে মুক্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু অত্র মামলায় আসামী তার দায়দায়িত্ব দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করেন নাই। বরং তিনি সম্পুর্ণ ঘটনা অস্বীকার করে আত্মপক্ষ সমর্থনে বিভিন্ন অযৌক্তিক অযুহাতের অবতারনা করে যা তিনি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।** স্বীকৃতমতেই মাত্র ৯ দিনের ব্যবধানে ১৯,১০১ মেট্রিক টন চাউলের মধ্যে ৬,২০৬ মেট্রিক টন চাউল ঘাটতি হয়। পোকাক্রান্ত হওয়ার কারনে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারনে ওজন কমতে পারে সত্য, কিন্ত ৯ দিনের মাথায় এত ব্যাপক পরিমান তথা সীমাতিরিক্ত ঘাটতি অসম্ভব। বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.১৯৯৪ তারিখে ১০০% ওজনে বাস্তবে প্রতিপালনে ৪২৯ বস্তা ৩১,৭৮৫ মেট্রিক টন চাউলের মধ্যে ২৬.০৫.১৯৯৪ তারিখে ও ৩০.০৫.১৯৯৪ তারিখে বিতরণকালে এক কেজি চাউলও ঘাটতি পাওয়া যায় নাই। ২৫নং খাদ্য গুদামে ১৬৫/১০০৯৬ নং খামালে ৬,২০৬ মেট্রিক টন চাউল ঘাটতির কোন যুক্তিযুক্ত ও গ্রহনযোগ্য কারণ প্রদানে ব্যার্থ হওয়ায় প্রতীয়মান যে, উহা আসামী কর্তৃক আত্মসাৎ করা হয়েছে। প্রসিকিউশন পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে আসামী-আপীলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। আপীলকারী মোঃ বারেক হোসেন এর সার্ভিস বই দৃষ্টে দেখা যায় যে, তিনি সিলেটে কর্মরত থাকাবস্থায় আত্মসাতের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু এবং অভিযোগ প্রমানিত হওয়ার ২৯,২২৯.০০ টাকা তার বেতন হতে কর্তন করা হয়। অর্থাৎ অত্র ঘটনার পুর্ব হতেই আত্মসাৎ এর সাথে তিনি জড়িত তা প্রতিয়মান। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী মোঃ বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী হিসেবে হালিশহরস্থ সি,এস,ডির ২৫নং খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে ৭০,৩৭৬.০৪ টাকা মুল্যের ৬,২০৬ মেট্রিক টন চাইল আত্মসাৎ বাবদ দন্ডবিধির ৪০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সক্ষম হয়েছে। আপীলটি না-মঞ্জুর যোগ্য। **অতএব, আদেশ হয় যে,অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর করা হল।** বিজ্ঞ বিভাগীয় স্পেশাল জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ৫৭/১৯৯৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০০৫ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীলকারীকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হল। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ